যুগান্তর

তারিখ 23 SEP 2013
পৃষ্ঠা - ২০ কলাম ৭

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সড়ক অবরোধ

# স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাসে প্রত্যাহার তবে আন্দোলন চলবে

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীরের আশ্বাসে তাৎক্ষণিকভাবে সড়ক অবরোধ তুলে নিলেও দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাজীবী ছাত্র-শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ফজলুল হক মল্লিক। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর কাকরাইলে আইইডিবি ভবন থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জাতীয় সংসদ অভিমুখে যাত্রা এবং স্পিকারের কাছে তাদের দাবি বাস্তবায়নের স্মারকলিপি প্রদান করবেন তারা। একই দিন দেশের সব জেলায় জেলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

চলবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

## চলবে : আন্দোলন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অভিমুখে যাত্রা ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্পিকারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। ২৯ সেপ্টেম্বর পলিটেকনিকের সমাপনী পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণাও দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে পরিষদের সদস্যরা রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সাতরাস্তা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। দুপুর ১টার দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সেখানে আসেন এবং তাদের দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। এরপর আন্দোলনকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা মগবাজার-মহাখালী সড়ক বন্ধ থাকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়ে মানুষ। বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাজীবী-ছাত্র-শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে তাদের দু'দফা দাবি আদায়ে আন্দোলন করে আসছেন। দাবিগুলো হল— এক- ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন বৈষম্য ও পেশাগত সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও সরকারের গঠিত ২টি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন। দুই-(ক). দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে টাইমস্কেল পদোন্নতি প্রথা প্রবর্তনসহ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসকে ডেস্ক ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভাগ করে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারদের ডেস্ক ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ফিল্ডের দায়িত্ব প্রদান। (খ)- দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব প্রশাসনিক পদে কারিগরি পেশাজীবীদের নিয়োগ বন্ধ করে জেনারেলিস্টদের নিয়োগ প্রদান।

এ দাবিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল বেলা ১১টায় তেজগাঁওয়ে ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের পাশের রাস্তায় বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাজীবী-ছাত্র-শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ছাত্র-শিক্ষক ও পেশাজীবীরা জড়ো হয়। দুপুর ১২টার দিকে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে সাতরাস্তা মোড়ে গিয়ে অবরোধ করে সবাই রাস্তার ওপর বসে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় মগবাজার-মহাখালী সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

দুপুর ১টার দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর সাতরাস্তা মোড়ে যান। দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, 'এখানে সমবেত হয়ে রাস্তা অবরোধ করার কোনো কারণ আমি দেখি না। আপনাদের কোনো প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে কথা বলার কথা। আপনাদের দাবিতে আমরা সহানুভূতিশীল। দেশের জেলা-উপজেলায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা দেশের কল্যাণে কাজ করে চলেছেন। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। এটি আমরা দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করব।' এ বক্তব্য দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চলে যাওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ফজলুল হক মল্লিক বলেন, 'মন্ত্রী আমাদের দাবি মেনে নেয়ার কথা বলে আশ্বস্ত করলেও তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। মন্ত্রীর আশ্বাসে এই মুহূর্তে অবরোধ প্রত্যাহার করলেও দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমরা ঘরে ফিরব না।' প্রধানমন্ত্রীকে নিউইয়র্কে যাওয়ার আগে পরিষদের দাবি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে আহ্বায়ক বলেন, প্রধানমন্ত্রী আপনি রোববার রাতে নিউইয়র্কে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে আমাদের দাবি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে যান। তা না হলে দেশে ফিরে দেখবেন সব অচল করে দেয়া হয়েছে। সোয়া ১টার দিকে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।